৮০তম তাজউদ্দীন আহমদ জন্মদিনে শ্রদ্ধা

তাজউদ্দীন আহমদ

শুভ কিবরিয়া

ইতিহাসের খেরোখাতার পাতা উল্টালে সেখানে নানা বর্ণে, নানা রঙের, নানান শব্দঘেরা ঘটনাবলীর জন্ম সূত্র পাওয়া যায়। কখনো কখনো অনেক প্রশ্ন জন্ম নেয়। অনেক অজানা উত্তর ভিড় করে মনে। অনেক হ্যাঁ বা না আমাদের উদ্বেল করে দেয়। অনেক কিছুই অজানা থেকে যায়। ভাসা ভাসা স্বপ্নকল্প ভাবনাতে তার উত্তর নিজের মতোই নিজেকে জেনে নিতে হয়। সেই রকম স্বপ্নকল্পের এক বড় প্রশ্ন হতে পারে আজ আমরা কেন তাজউদ্দীন আহমদকে স্মরণ করবো। তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, কে এই তাজউদ্দীন আহমদ? ইতিহাসের কোন্ ঘটনা প্রবাহের জনস্রোতে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি? সেটার জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গেলে খুব সাদামাটা ভাবে বলা যায় এই গণমানুষের মাটি ছোঁয়া এক কিশোর জন্মেছিলেন আজ থেকে ৮০ বছর আগে এই দিনে। আজকের ইটপাথরের প্রাণহীন ঢাকা জেলার খুব কাছে কাপাসিয়ার এক গ্রামে। নদী-বন আর মাটির সোঁদা গন্ধ নাকে নিয়েই জন্মেছিলেন তিনি ১৯২৫ সালের ২৩ জুলাই দরদরিয়া গ্রামে। তারপর মানুষকে মানুষ জেনে, মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘবের অমোঘ স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন সেই কিশোর। দরদরিয়া গ্রাম থেকে ঢাকা জেলা তারপর সারা দেশ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্মলগ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাওয়া। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। জন্ম যুদ্ধকালের নেতৃত্ব দেয়া প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ– ৮০তম জন্মদিনে তাকে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা।

২.

তাজউদ্দীন আহমদ অসম্ভব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাতে প্রথম বিভাগে দ্বাদশ স্থান অধিকার করেন। উচ্চ মাধ্যমিকেও প্রথম বিভাগে চতুর্থ হন। রাজনীতি এবং শিক্ষা এই নিয়ে যুগপৎভাবে বেড়ে উঠেছিলেন তিনি। অসম্ভব নিয়মনিষ্ঠা, সততা আর পরিশ্রম এই ত্রয়ী গুণ ছিল তাজউদ্দীন আহমদ-এর জন্মগত। মানুষের দুঃখকষ্ট হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। চেষ্টা করতেন তা লাঘব করতে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর ঢাকা শহর ছেড়ে যখন গ্রামের দিকে চলে যাচ্ছেন তখনও তিনি সাধারণ মানুষের চেতনার কথা স্মরণে রেখেই ভবিষ্যতের কর্মকাণ্ড স্থির করছেন। তিনি বলছেন, '...শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় যাওয়ার পথে এ দেশের মানুষের স্বাধীনতা লাভের যে চেতনার উন্মেষ দেখে গিয়েছিলাম সেটাই আমাকে আমার ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত নেয়ার পথে অনিবার্য সুযোগ দিয়েছিল। জীবনগরের কাছে সীমান্তবর্তী টঙ্গী নামক স্থানে একটি সেতুর নিচে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে আমি সেদিন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বার্থে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তা হলো একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কাজ শুরু করা।' এই সুপ্রতিজ্ঞা তাজউদ্দীন আহমদ রেখেছিলেন। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন এবং ঐ দিনই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। ১৪ এপ্রিল ১৯৭১ মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় মুজিবনগরে এই সরকার আনুষ্ঠানিক শপথ নেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে তার অনুপস্থিতিতে তাজউদ্দীন আহমদ প্রবাসে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেন।

৩.

তাজউদ্দীন আহমদ পরবর্তীতে দেশের অর্থমন্ত্রী হন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অর্থমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয় বাজেট পেশের সময় (১৯৭৩-৭৪ সালে) সংসদে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করতে চাই।

'সমস্যার জটিলতা ও নিজেদের সীমাবদ্ধতার কথা এড়িয়ে আমাদের সাফল্য সম্পর্কে বাগ্মিতা করা অনায়াসসাধ্য। আমাদের ঔপনিবেশিক শাসকেরা এই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু যে সরকার জনগণের, যে সরকার সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের বিরাট দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে জনগণের সমর্থন ও অংশগ্রহণের ওপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল সে সরকারের পক্ষে জনগণকে দেশের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করা এক নৈতিক দায়িত্ব।'

এই বাজেট বক্তৃতার শেষের দিকে তাজউদ্দীন আহমদ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি সবার জন্য ছুড়ে দিয়েছিলেন। 'দেশের উন্নয়ন ঘটাতে হলে তার মূল্য নিজেদেরকেই দিতে হবে। তার ব্যয়ভার নিজেদেরকেই বহন করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশে আমাদের অভিযান, সেখানে পৌঁছাতে হলে এক সর্বাত্মক প্রয়াসের প্রয়োজন। সে প্রয়াস কোন সরকারের পক্ষে একাকি চালানো সম্ভব নয়। দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষকে তাতে অংশ নিতে

বাজেট বক্তৃতায় তাজউদ্দীন আহমদ এক মৌলিক প্রশ্ন তুলেছিলেন। উন্নয়নের সঙ্গে আজকে যখন আমরা সুশাসনের কথা ভাবছি, দুর্নীতি দমনের কথা ভাবছি, সর্বক্ষেত্রে রাজনীতিকরণের কুফলের কথা ভাবছি– তাজউদ্দীন আহমদ তার শাসনামলে সেই দুষ্টচক্রের কথাও সাহসের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন। ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট বক্তৃতা উপসংহার অংশের ৭০ অনুচ্ছেদে তাজউদ্দীন আহমদ-এর হৃদয়ের অনুভব, 'অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি না ঘটলেও ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে জাতির জন্য বাস্তবানুগ অভিজ্ঞতার কাল

একটি বিদেশী প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমেদ

হবে। শুধু গণপ্রতিনিধি বা প্রশাসকদের নয়। দেশের সব নাগরিকদের মধ্যে এই আত্মজিজ্ঞাসা জাগা প্রয়োজন যে, দেশের প্রতি ব্যক্তিগত দায়িত্ব তিনি সম্পাদন করেছেন কিনা।'

৪.

পরের বছর বাজেট বক্তৃতায় তাজউদ্দীন আহমদ এক মৌলিক প্রশ্ন তুলেছিলেন। উন্নয়নের সঙ্গে আজকে যখন আমরা সুশাসনের কথা ভাবছি, দুর্নীতি দমনের কথা ভাবছি, সর্বক্ষেত্রে রাজনীতিকরণের কুফলের কথা ভাবছি– তাজউদ্দীন আহমদ তার শাসনামলে সেই দুষ্টচক্রের কথাও সাহসের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন। ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট বক্তৃতা উপসংহার অংশের ৭০ অনুচ্ছেদে তাজউদ্দীন আহমদ-এর হৃদয়ের অনুভব, 'অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি না ঘটলেও ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে জাতির জন্য বাস্তবানুগ অভিজ্ঞতার কাল। উন্নয়ন-উদ্দেশে সর্বতো প্রয়াসে জাতি সর্বপর্যায়ে আগ্রহী হয়েছিল কিনা তা আজ তলিয়ে দেখা দরকার। সততা, নিয়মানুবর্তিতা, বাস্তবানুগ উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন ও কঠোর পরিশ্রমের আজ বড় প্রয়োজন। একথা মনে রাখা দরকার যে, ে-াগান দিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েম হয় না। দুর্নীতি দূর হয় না, বুলি আওড়িয়ে প্রবৃদ্ধি আনা যায় না। জনসাধারণকে সর্বকালের জন্য ধোঁকা দেয়া চলে না। সার্বিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে সর্ব পর্যায়ের নেতৃত্ব, জনগণ ও সম্পদকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক, সৎ, বাস্তবানুগ ও নিরলস প্রচেষ্টার কোন বিকল্প নেই।'

৫.

১৯৭৪ সালের ১৯ জুন এই বাজেট বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। ইতিহাসের এক কালো কারণে (Black-reason) এর মতে চার মাস পরেই প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে তাজউদ্দীন আহমদ মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন ২৬ নবেম্বর ১৯৭৪। তাজউদ্দীন আহমদ আর শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে যারা দূরত্ব তৈরি করতে চেয়েছিলেন বহুবছর পর তারা সফল হলেন। ইঙ্গ-মার্কিন চক্র এবং এ দেশীয় দোসর মোশতাক গংদের ষড়যন্ত্রের কাছে পরাভূত হলো মুজিব-তাজউদ্দীন ঐক্য। দেশে শুরু হলো ষড়যন্ত্রের কালো রাজনীতির সূচনাপর্ব। সেই অস্থির সময়ের তাজউদ্দীন আহমদ-এর ছবি এঁকেছেন তার কন্যা সিমিন হোসেন রিমি। তার লেখা 'আমার ছোটবেলা, ১৯৭১ এং বাবা তাজউদ্দীন আহমদ' বইটিতে। বইটির ১৫১ পৃষ্ঠা. '... একদিন সকালে মুজিব কাকু আব্বুকে ফোন করলেন। আব্বুকে বেশ অনেকক্ষণ কথা বলতে দেখলাম। এক পর্যায়ে শুনি আব্বু বেশ জোরে বলছেন, মুজিব ভাই, দেশটা যেদিকে যাচ্ছে তাতে আপনি, আমি, আমরা কেউ বাঁচবো না। সব শেষ হয়ে যাবে, দেশটা ভেসে যাবে।'

বাংলাদেশের জন্মযুদ্ধের কালে ঐতিহাসিক নিমগ্নতায়, নিষ্ঠায়, সততায় সব ষড়যন্ত্রের সূত্রজাল ছিন্ন করে স্বাধীনতার তরী তীরে ভিড়িয়েছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। এক অমোঘ সুস্থিরতায় তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের ভালোবাসাই রাজনীতির সবচেয়ে বড় পাওয়া। দেশপ্রেম আর দেশের মানুষের উন্নতির জন্য নিখাদ-নিপাট স্বপ্নদেখা তাজউদ্দীন আহমদ-এর নিজের উচ্চারণ, 'তাজউদ্দিন ক্ষণিকের হাততালি আর বাহ্বার জন্য রাজনীতি করেনি। আজ থেকে ৫০ বছর, ১০০ বছর কি তারও বেশি সময় পরে যদি এই দেশের মানুষ বুঝতে পারে তাজউদ্দীন তার জন্মভূমিকে ভালবেসে শুধুমাত্র মানুষের মঙ্গলের জন্যই কাজ করে গেছেন, তখনই তিনি সার্থক হবেন।'

তাজউদ্দীন আহমদ ভাবতেন দেশের মানুষের সন্তুষ্টি। দেশের নিরাপত্তা বিধান করে ১৯৭২ সালে ছাত্রলীগের ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে দেয়া এক ভাষণে তাজউদ্দীন আহমদ-এর নিজের উচ্চারণ, 'বিশ্ব শান্তির স্বার্থে আমরা কোন যুদ্ধ জোটে শরিক হবো না। কারণ জাতীয় ব্যয়ের ৬০% আমরা সামরিক খাতে খরচ করতে পারবো না। দেশের প্রতিরক্ষা নির্ভর করে সন্তুষ্ট জনতার ওপর। মানুষ যদি মনে করে দেশ তাদের এবং সম্পদের মালিক তারা, তবে প্রত্যেকটি নাগরিক সৈনিকের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসবেন।'

এই সত্য উপলব্ধি তাজউদ্দীন আহমদকে বাঁচতে দেয়নি। জাতির পয়সায় কেনা বুলেট একদিন বিদ্ধ করে এসব জাতীয় নায়কদের বুক। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নয়, এক কালো অধ্যায়ের সূচনা করে ষড়যন্ত্র কৌশল মানুষেরা সাময়িক সফল হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৭৫ সালের ৩ নবেম্বর জেলখানায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয় তাজউদ্দীন আহমদকে। তার অপরাপর রাজনৈতিক সঙ্গীদেরসহ।

৬.

১৯২৫ সালের ২৩ জুলাই দরদরিয়া গ্রামে জন্ম নেয়া তাজউদ্দীন, যে একদিন বাংলাদেশের তাজউদ্দীন হয়ে ওঠেন, তার জীবন প্রদীপ নিভে যায় মাত্র ৫০ বছর বয়সে হিংস্র হায়েনার লোলুপ বুলেটে। সাময়িক উত্তেজনা, অপমান তার দুরারোগ্য ষড়যন্ত্রের কূটজাল আচ্ছন্ন সময়কে উৎরে আজ আমরা ঐতিহাসিক সততায় তাই আবিষ্কার করতে চাই জাতির এসব সুসন্তানদের। বাংলাদেশ সেদিন বড় হবে যেদিন আমরা তাজউদ্দীন আহমদদেরকে তুলে ধরতে পারবো আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে নির্মোহ সততায়। কালোবাজারি, ঘুষখোর দুর্নীতিবাজ, লম্পট, চোর-বাটপাররা যখন রাজনীতির মসনদে, সংসদের আসনে– তখন এই ঘন অন্ধকার দূর করতে হলে আলোকিত তাজউদ্দীন আহমদদের আবিষ্কার এবং ছড়িয়ে দিতে হবে জাতির জীবনে দ্যুতিময়তায়। সেই শুভদিনের প্রত্যাশায়, তাজউদ্দীন আহমদকে স্মরণ করি তার আশিতম জন্মদিনে নিমগ্ন ভালোবাসায় এবং শ্রদ্ধায়। লেখাটি শেষ করতে চাই ১৯৭২ সালের ৭-৮ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে দেয়া সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের রিপোর্টের শেষাংশ দিয়ে, 'অশ্রু ও রক্তের বিনিময়ে দেশবাসী প্রমাণ করেছে, বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য কিভাবে তারা ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিতে পারেন। দেশের মানুষের এই কল্যাণ বুদ্ধিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে বাংলাদেশকে আমরা সত্যিকার সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করতে পারবো। এই আমার বাণী উচ্চারণ করে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।'